বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০২০

বাং বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

টিসিবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা)

কাওরান বাজার-১২১৫

ফোন: +৮৮-০২-৯১৪২৪৮১

ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৫৫০১৩৮২৮

ই-মেইল: chairman@bsbk.gov.bd

Website: www.bsbk.gov.bd

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	অবস্থান(পৃষ্ঠা)
১.০	পটভূমি	০৮
১.১	রূপকল্প	০৮
১.২	অভিলক্ষ্য	০৮
১.৩	কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলী	০৮
১.৪	বোর্ড গঠন	০৮
১.৫	বোর্ড পরিচালনা	০৯
১.৬	বোর্ডের সভা	০৯
২.০	সাংগঠনিক কাঠামো	১০
২.১	জনবল	১১-১২
২.২	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	১২
২.৩	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	১৩-১৪
২.৪	মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)	১৪
২.৫	আইসিটি সংক্রান্ত কার্যক্রম	১৪-১৫
২.৬	কল্যাণমূলক কার্যক্রম	১৫
২.৭	দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর কার্যক্রম	১৫
২.৮	শৃংঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা	১৬
২.৯	জমি অধিগ্রহণের পরিসংখ্যান	১৬
২.১০	মাসিক সমন্বয় সভা	১৬
২.১	মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীর আগমন	১৭
৩.০	বন্দর পরিচিতি	১৭-১৯
৩.১	বন্দরের মাধ্যমে অনুমোদিত আমদানি-রপ্তানিযোগ্য পণ্য	১৯-২৩
৩.২	পণ্য হ্যান্ডলিং সংক্রান্ত তথ্য	২৩
৩.৩	আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য	২৪
৩.৪	আন্তর্জাতিক যাত্রীসেবা	২৫
৪.০	অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	২৫
৪.১	চলমান উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কার্যক্রমসমুহ	২৫
৪.২	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চলমান প্রকল্পের বিবরণ	২৬-২৭
৪.৩	ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহ	২৭
৫.০	আয়-ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য	২৭-২৮
৫.১	হিসাব সংক্রান্ত পলিসি	২৯
৬.০	অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য	৩০
৭.০	ফটোগ্যালারী	৩১-৩৪

বাণী

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন (২০০১ সালের ২০ নং আইন) বলে এ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থলপথে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে সহজতর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বন্দরসমূহের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, পরিচালন, ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর যাত্রা শুরু হয়। দেশের স্থল সীমান্তের দৈর্ঘ্য ৪,৪২৭ কি.মি.। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত ১৮১টি শুল্ক স্টেশনের মধ্যে প্রধান প্রধান ২৪টি শুল্ক স্টেশনে স্থলবন্দরের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর ওপর ন্যস্ত করা হয়। তম্মধ্যে ১২টি স্থলবন্দর চালু রয়েছে। আবশিষ্ট ১২ টি স্থলবন্দর পর্যায়ক্রমে উন্নয়ন ও চালুর অপেক্ষায় আছে। উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হলে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও সীমান্তে চোরাচালান হ্রাস পাবে।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নপূরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং 'রূপকল্প'-২০৪১' বাস্তবায়নে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে কাজ করছে।

বিশ্বায়ন ও মুক্ত বাজার অর্থনীতির যুগে বাংলাদেশ শ্রম নির্ভর অর্থনীতি থেকে জ্ঞান নির্ভর অর্থনীতিতে পদার্পণ করছে। এ প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড গতিশীল করার লক্ষ্যে স্থলবন্দর সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান ও উৎসাহ বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০ পাঠান্তে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে জানার অবারিত সুযোগ সৃষ্টি হবে।

প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন করেছে। উক্ত সম্পাদিত চুক্তি এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিবেদনে বন্দর সংশ্লিষ্ট সার্বিক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

সর্বোপরি আমি এ প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভকামনা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কে. এম. তারিকুল ইসলাম
(অতিরিক্ত সচিব)
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

বাণী

প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে স্থলপথে বাণিজ্যিক কার্যক্রম উন্নত ও সহজতর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ) ২০০১ সালের ১৪ই জুন প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ঘোষিত ২৩টি প্রধান শুল্কস্টেশনকে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়েছে। তম্মধ্যে ০৭টি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়, ০৫টি বিওটি ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। অবশিষ্ট ১২টি বন্দরে উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর সক্ষমতা আরো বৃদ্ধিসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

স্থলবন্দরসমূহের আমদানি-রপ্তানি, আয়-ব্যয় ও সঞ্চয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, অতি মহামারীর মধ্যেও স্থলবন্দরের ২০৩ কোটি টাকা আয় হয়েছে। এছাড়া Motor Vehicle Agreement এর আওতায় অদূর ভবিষ্যতে স্থলপথে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যিক কার্যক্রম ও যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো ত্বরান্বিত হবে।

বন্দরসমূহের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। পণ্য হ্যান্ডলিং এবং তা সংরক্ষণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষ ও সাশ্রয়ী সেবা তথা Ease of Doing Business নীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বন্দরসমূহে পর্যায়ক্রমে অটোমেশন ও ওয়ান স্টপ সার্ভিস কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন করার পর হতে প্রতি বছর বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর সার্বিক কর্মকান্ডের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র (বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল, পণ্য হ্যান্ডলিং, আমদানি-রপ্তানি, আয়-ব্যয়, উন্নয়ন কার্যক্রম ইত্যাদি) সংযোজন করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট অংশীজন (stakeholder) সেবা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করবেন যা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সহায়ক হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে বন্দরসমূহ পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সাফল্য কামনা করছি।

নাসির উদ্দিন আহমেদ
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য(অর্থ ও প্রশাসন)
বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

বাণী

ভারত ও মায়ানমারসহ অন্যান্য প্রতিবেশী দেশসমূহের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবসায়ীবৃন্দকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে চালু ১২ টি স্থলবন্দর দিয়ে প্রতিবেশী দেশসমূহের মধ্যে ব্যবসা বৃদ্ধির প্রয়াস অব্যহত আছে। অচিরেই আরও ১২ টি স্থলবন্দর পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করে ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

স্থলবন্দরসমূহের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ জোরদার করেছে। ইতোমধ্যে সরকারের অর্থায়নে এবং বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। সম্প্রতি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে বুড়িমারী ও বেনাপোল স্থলবন্দরে উল্লেখযোগ্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংক এর অর্থায়নে নতুন ২টি স্থলবন্দর যথা: সিলেট জেলার শেওলা ও খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় স্থলবন্দরের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও বেনাপোল স্থলবন্দরের সম্প্রসারণ ও অটোমেশন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়ন, ভোমরা স্থলবন্দরের সম্প্রসারণ কাজ অতি দ্রুত গতিতে এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। বর্তমানে সরকারের গতিশীল নেতৃত্বে স্থলবন্দরসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ অন্যান্য কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক গতি ত্বরান্বিত করা হচ্ছে।

সকলের সার্বিক সহযোগীতা ও কল্যাণ কামনা করছি।

মোঃ হাবিবুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য(উন্নয়ন)
বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

বাণী

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। প্রতিবেশী দেশের সাথে বাণিজ্য সহজতর করার জন্য ১২ টি স্থলবন্দর নিয়ে ২০০১ সালে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ যাত্রা শুরু করে। তৎকালীন চিন্তাধারায় বেশির ভাগ স্থলবন্দর BOT(Build, Operate and Transfer) ভিত্তিতে পরিচালনার জন্য নির্ধারিত ছিল। পরবর্তীতে বর্তমান সরকার এই ধারণা থেকে সরে আসে এবং বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে সকল স্থলবন্দর পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে স্থলবন্দরের সংখ্যা ০৭টি এবং BOT ভিত্তিতে ০৫টি মোট ১২ টি স্থলবন্দরের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হয়ে আসছে। অবশিষ্ট স্থলবন্দরগুলো পর্যায়ক্রমে চালু হওয়ার প্রক্রিয়া চলমান। আশা করা যায় স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে সকল স্থলবন্দরগুলো পরিচালিত হলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন গতি আসবে, দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে বেকারত্বের সংখ্যা অনেকাংশে কমে যাবে। স্থলবন্দর পরিচালনার সাথে ট্রাফিক বিভাগ সরাসরি জড়িত। এই বার্ষিক প্রতিবেদনে স্থলবন্দরগুলোর মাধ্যমে বিগত এক বৎসরে আমদানি-রপ্তানি এবং স্থলবন্দরের সার্বিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই এটি পাঠের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা লাভ করা যাবে।

যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরন্তর চেষ্টায় এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে তাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানায়। মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

ড. শেখ আলমগীর হোসেন
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (ট্রাফিক)
বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

১.০) পটভূমি:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন (২০০১ সালের ২০ নং আইন) বলে এ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থলপথে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে সহজতর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বন্দরসমূহের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, পরিচালন, ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর যাত্রা শুরু হয়। দেশের স্থল সীমান্তের দৈর্ঘ্য ৪,৪২৭ কি.মি.। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত ১৮১টি শুল্ক স্টেশনের মধ্যে প্রধান প্রধান ২৪টি শুল্ক স্টেশনে স্থলবন্দরের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর ওপর ন্যস্ত করা হয়। তম্মধ্যে ১২টি স্থলবন্দর চালু রয়েছে। আবশিষ্ট ১২ টি স্থলবন্দর পর্যায়ক্রমে উন্নয়ন ও চালুর অপেক্ষায় আছে। উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হলে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও সীমান্তে চোরাচালান হ্রাস পাবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ) এর দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

১.১) রূপকল্প:

স্থলপথে পণ্য আমদানি-রপ্তানি সহজতর ও উন্নততরকরণ।

১.২) অভিলক্ষ্য:

স্থলবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন, পণ্য হ্যান্ডলিং ও সংরক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে অপারেটর নিয়োগের মাধ্যমে দক্ষ ও সাশ্রয়ী সেবা প্রদান।

১.৩) কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলী:

- স্থলবন্দর পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের নীতি প্রণয়ন;
- স্থলবন্দরে পণ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ ও প্রদানের জন্য অপারেটর নিয়োগ;
- সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে স্থলবন্দর ব্যবহারকারীদের নিকট হতে আদায়যোগ্য কর, টোল, রেইট ও ফিসের তফসিল প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে চুক্তি সম্পাদন।

১.৪) বোর্ড গঠন :

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ এর (২০০১ সনের ২০ নং আইন) ধারা-৬ অনুযায়ী বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বোর্ড গঠিত হয়।

বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত। যথা-

- একজন চেয়ারম্যান
- তিনজন সার্বক্ষণিক সদস্য এবং
- তিনজন খন্ডকালীন সদস্য, যাদের মধ্যে একজন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা, একজন শিল্প ও বাণিজ্যে নিয়োজিত বেসরকারি ব্যক্তি হবে।

১.৫) বোর্ড পরিচালনা :

- কর্তৃপক্ষের পরিচালন ও প্রশাসন বোর্ডের উপর ন্যস্ত এবং কর্তৃপক্ষ যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারবে বোর্ডও সে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারবে।
- বোর্ড তার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করবে।
- চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদে ও শর্তাধীনে কর্মরত থাকবেন।
- খন্ডকালীন সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং নিয়োগের তারিখ হতে দুই বছর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন এবং পুনরায় নিয়োগযোগ্য হবেন।
- চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হবেন।
- চেয়ারম্যানের পদ শুন্য হলে কিংবা অনুপস্থিতি বা অসুস্থতা হেতু বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন সার্বক্ষণিক সদস্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন।

১.৬) বোর্ডের সভা :

- বোর্ডের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি দুই মাসে বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
- বোর্ডের সভায় কোরামের জন্য একজন সার্বক্ষণিক সদস্যসহ অন্যূন দুইজন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হবে।
- বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট থাকবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকবে।
- বোর্ডের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করবেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান হতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সার্বক্ষণিক সদস্য উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন।
- বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা কেবলমাত্র বোর্ডের কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে অবৈধ হবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন ও উত্থাপন করা যাবে না।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত সাধারণ বোর্ডসভার তথ্যাদি নিম্নরূপ:

ক্রমিক	বোর্ড সভার ক্রমিক	সভা অনুষ্ঠানের তারিখ	সিদ্ধান্ত সংখ্যা
১.	৬৬ তম সাধারণ বোর্ডসভা	২৬/০৮/২০১৯	১১টি
২.	৬৭ তম সাধারণ বোর্ডসভা	২১/১০/২০১৯	১০টি
৩.	৬৮ তম সাধারণ বোর্ডসভা	০২/০২/২০২০	১৩টি

২০১৯-২০ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত বিশেষ বোর্ডসভার তথ্যাদি নিম্নরূপ:

ক্রমিক	বোর্ড সভার ক্রমিক	সভা অনুষ্ঠানের তারিখ	সিদ্ধান্ত সংখ্যা
১.	২৫ তম বিশেষ বোর্ডসভা	২৬/০৮/২০১৯	০৪টি
২.	২৬ তম বিশেষ বোর্ডসভা	২১/১০/২০১৯	১৬টি

২.০) সাংগঠনিক কাঠামো:

কর্তৃপক্ষের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ০৬(ছয়)টি শাখা/বিভাগ রয়েছে। ০৬(ছয়)টি শাখা/বিভাগ যথা: প্রশাসন শাখা, প্রকৌশল শাখা,ট্রাফিক শাখা, হিসাব শাখা, অডিট শাখা ও বোর্ড শাখা। উক্ত শাখা/বিভাগের মাধ্যমে এ কর্তৃপক্ষের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদিত হচ্ছে।

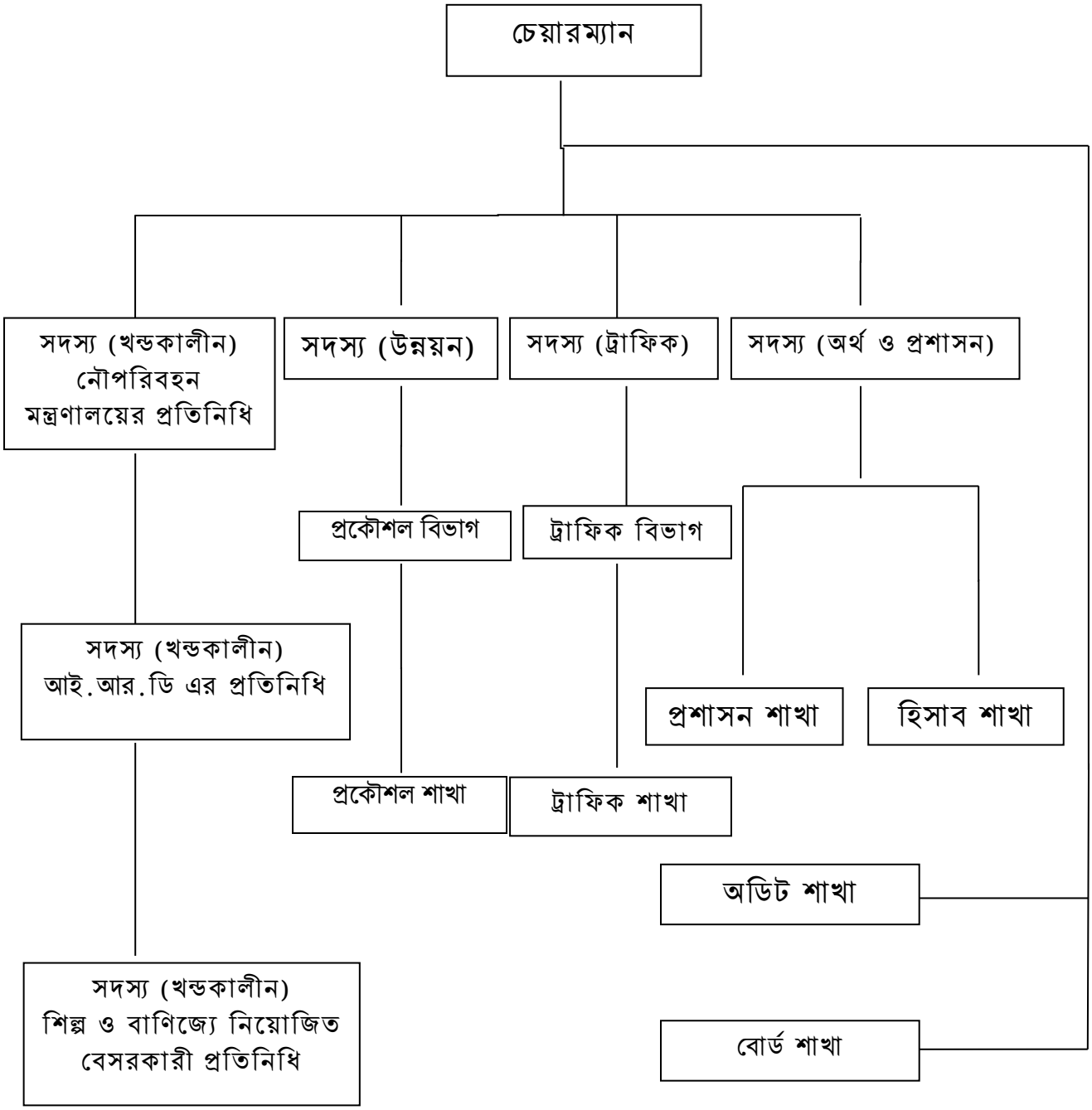

২.১) **জনবল:**

অনুমোদিত পদসংখ্যা ৩৬৯ টি এবং মোট পূরণকৃত পদসংখ্যা ২৬৬ টি। পদবী/গ্রেড অনুযায়ী সারণিতে নিম্নে প্রদর্শন করা হ'ল:

ক) প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা:

ক্র. নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	কর্মরত		ক্র. নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	কর্মরত
১.	চেয়ারম্যান	১	১		১৪.	নির্বাহী প্রকৌশলী	১	১
২.	সদস্য (অর্থ ও প্রশাসন)	১	১		১৫.	সিনিয়র সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক)	১	০
৩.	সদস্য (উন্নয়ন)	১	১		১৬.	সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক)	১৮	১৫
৪.	সদস্য (ট্রাফিক)	১	১		১৭.	সহকারী প্রকৌশলী	২	২
৫.	পরিচালক (প্রশাসন)	১	১		১৮	মেডিকেল অফিসার	১	০
৬.	পরিচালক (ট্রাফিক)	২	২		১৯.	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	২	২
৭.	পরিচালক (হিসাব)	১	১		২০.	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	৫	৪
৮.	পরিচালক (অডিট)	১	০		২১.	অডিট অফিসার	২	১
৯.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১	১		২২.	আইন উপদেষ্টা	১	১
১০.	সচিব	১	১		২৩.	এস্টেট অফিসার	১	১
১১.	উপ-পরিচালক (প্রশাসন)	২	১		২৪.	শ্রম কল্যাণ কর্মকর্তা	১	১
১২.	উপ-পরিচালক (ট্রাফিক)	৫	৪		২৫.	একান্ত সচিব	১	১
১৩.	উপ-পরিচালক (হিসাব ও নিরীক্ষা)	১	০		২৬.	সহকারী প্রোগ্রামার	১	০
						মোট=	৫৬	৪৫

খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা:

ক্র. নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত		ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত
১.	জন সংযোগ কর্মকর্তা	১	০		৩.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৫	৫
২.	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	৭	৫		৪.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা কাম কম্পিউটার অপারেটর	৫	৪
						মোট=	১৮	১৪

গ) তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী:

ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত		ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত
১.	ট্রাফিক পরিদর্শক	৬৩	৫৫		৬.	মেডিকেল এটেনডেন্ট	১	১
২.	ফায়ার ইন্সপেক্টর	১	১		৭.	অডিটর	৪	৪
৩.	ওয়্যারহাউজ/ইয়ার্ড সুপারিন্টেনডেন্ট	৮৮	৬৩		৮.	ক্যাশিয়ার	২	২

৪.	কম্পিউটার অপারেটর	২৬	২৪		৯.	কেয়ার টেকার	১	১
৫.	হিসাবরক্ষক	২০	১৪		১০.	ড্রাইভার	৯	৯
৬.	অফিস সহ: কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	১		১২	ড্রাইভার (আউট সোর্সিং)	২	০
						মোট=	২১৮	১৭৫

ঘ) চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী:

ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত		ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত
১.	গ্রীজার কাম পাম্প ড্রাইভার	২	১		৬.	পাওয়ার হাউজ ড্রাইভার	৮	০
২.	লিডিং ফায়ারম্যান কাম ফায়ার হাইড্রেন্ট অপারেটর	১১	৪		৭.	অফিস সহায়ক (আউট সোর্সিং)	৩	০
৩.	এম এল এস এস	৩৭	২৭		৮.	মেকানিক (আউট সোর্সিং)	২	০
৪.	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২	০		৯.	প্লাম্বার (আউট সোর্সিং)	২	০
৫.	ইলেকট্রিশিয়ান	৯	০		১০.	কুক (আউট সোর্সিং)	১	০
						মোট=	৭৭	৩২

ঙ) নিয়োগ ও পদোন্নতি: (জুলাই/১৮ হতে জুন/১৯ পর্যন্ত)

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান		
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
৬	২	৮	৭	৩৭	৪৪

২.২) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি:

বিগত ২৪/০৬/২০১৮ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়। অনুরূপ চুক্তি বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং মাঠ পর্যায়ের দপ্তরের মধ্যেও স্বাক্ষরিত হয়। এপিএ-২০১৯-২০ অর্থ বছরে ০১টি কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ০৮টি কার্যক্রম এবং আবশ্যক কৌশলগত উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নের জন্য ১৯টি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের এপিএ স্বাক্ষরিত অনুষ্ঠান কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর অর্জন(২০১৯-২০ অর্থবছর):

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন(%)
১	বেনাপোল স্থলবন্দরে ব্যারাক ভবন নির্মাণ কাজ	৩০/০৬/২০২০ খ্রি:	৮০%
২	গোবরাকুড়া ও ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দরে জমি অধিগ্রহণ	৩০/০৬/২০২০ খ্রি:	১০০%
৩	বেনাপোল, বুড়িমারী ও ভোমরা স্থলবন্দরে ওয়েব্রীজ স্কেল নির্মাণ	৩০/০৬/২০২০ খ্রি:	১০০%

২.৩) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন:

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ছকে এবং বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর নৈতিকতা কমিটির সুপারিশক্রমে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের শুদ্ধাচার ইউনিট গঠন করা হয়। তারা জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও অগ্রগতি পরিক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করে। কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নৈতিকতা কমিটির সভা এবং শুদ্ধাচার ইউনিটের সভার আয়োজন করা হয়।

ক্র.নং	**কার্যক্রম**	**লক্ষ্যমাত্রা**	**প্রকৃত অর্জন(%)**
১	নৈতিকতা কমিটির সভা	০৪ টি	১০০%
২	নৈতিকতা কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	৮০%	১০০%
৩	অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা	০৫টি	১০০%
৪	আইন ও বিধি সম্পর্কে সচেতনাতামূলক সভা/ প্রশিক্ষণ আয়োজন	১২২ জন	১০০%
৫	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে কর্মকর্তা-	১২২ জন	১০০%

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন(%)
	কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান		
৭	ই-টেন্ডার/ই-জিপি এর মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন	৯৫%	১০০%
৮	বার্ষিক উদ্ভাবন কর্ম পরিকল্পনায় অর্ন্তভূক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন	৪০%	১০০%
৯	দপ্তর/সংস্থার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) বাস্তব অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	৫০%	১০০%
১০	গণশুনানী আয়োজন	৬টি	১০০%

বন্দর পর্যায়ে অংশীজনের অংশগ্রহণে গণশুনানীর আয়োজন

এছাড়া জাতীয় শুদ্ধাচার পুরষ্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর ১ জন বন্দর প্রধানদের মধ্যে ০১ জন কর্মকর্তা, (০১-০৯ গ্রেড) ০১ জন কর্মকর্তা এবং (১০-২০ গ্রেড) ০১ কর্মচারীকে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরষ্কার-২০১৯ প্রদান করা হয়েছে।

২.৪) মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ):

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পেশাদারিত্ব ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির স্বার্থে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে দেশে ৪৬ জন এবং বিদেশে ২২ জনকর্মকর্তা-কর্মচারি-কে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়। এছাড়া একই অর্থ বছরে ৭৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২.৫) <u>আইসিটি সংক্রান্ত কার্যক্রম:</u>

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণের কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এরই ধারবাহিকতায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষ ও সাশ্রয়ী সেবা তথা Ease of Doing Business নীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এ কর্তৃপক্ষে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। যেমন-

- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের উন্নয়নমূলক কাজসহ প্রায় ৯৫% ক্রয় ই-জিপির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

- বর্তমানে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ে ই-ফাইলিং কার্যক্রম লাইভ সার্ভারে সম্পন্ন করা হয়। পর্যায়ক্রমে বেনাপোল, ভোমরা, বুড়িমারী ও তামাবিল স্থলবন্দরে ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু করা হবে।

- স্থলবন্দরে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা আনয়ন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার স্বার্থে জনগণের দৌরগোড়ায় সেবা পৌছানোর লক্ষ্যে সেবা সহজীকরণ ও ই-সার্ভিসের আওতায় বুড়িমারী স্থলবন্দরে এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) এর কারিগরি/পরামর্শক সহযোগিতায় e-Port Management System বাস্তবায়নের জন্য পাইলটিং কার্যক্রম চালু হয়েছে।

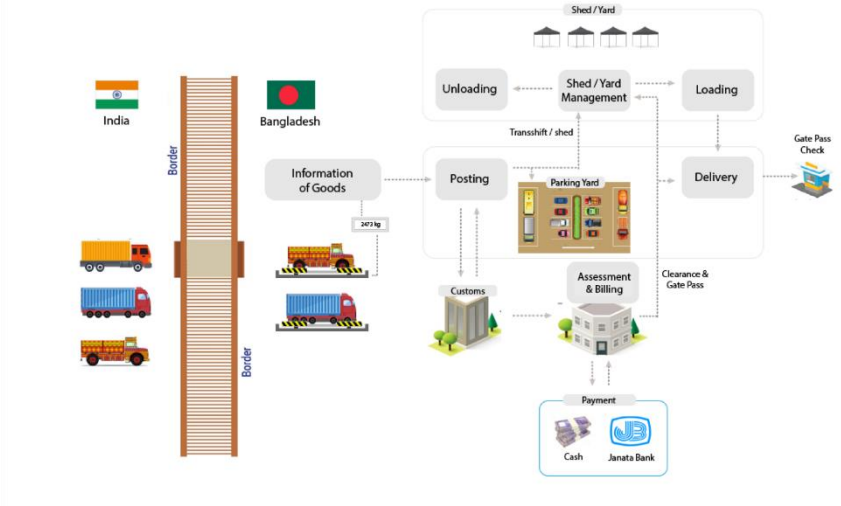

এতে স্থলবন্দরের বিদ্যমান সেবা ও নাগরিক সেবাসমূহ ই-সার্ভিসের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। ফলে বন্দর কর্তৃপক্ষ, সিএন্ডএফ এজেন্ট, আমদানি-রপ্তানিকারকগণ উপকৃত হবে ও সেবাগ্রহীতাগণ এর TCV (time-cost-visit) কমবে এবং স্থলবন্দরে আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে

এক নজরে ই-সার্ভিস রোডম্যাপ-২০২১:

Identified e-System	Implementation Period
E-Port Management System at Burimari Land Port	Fiscal Year:2019-2020
E-filing at Head Office	Fiscal Year:Activity in Live server
Passenger Port e–exit service	Fiscal Year:2019-2020
E-registration for C&F Agent	Fiscal Year:2020-2021
ERP (HR,Accounts, Audit, Inventory, Budget, Procurement, Project, Training)	Fiscal Year:2020-2021
Security Management System (Ansar and Outsourcing security)	Fiscal Year:2020-2021
Improvement of security System for Benapole Land Port under World Bank Project	Fiscal Year:2020-2021

ছ) PMIS সফট্ওয়্যার বাস্তবায়ন: বাস্থবকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরী সংক্রান্ত তথ্যসহ যাবতীয় তথ্যাদি সন্নিবেশকরণের লক্ষ্যে PIMS সফট্ওয়্যার বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

২.৬) কল্যাণমূলক কার্যক্রম:

বাস্থবকের কর্মকর্তা-কর্মচারীর কল্যাণার্থে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম (অবসর ভাতা ও অবসর সুবিধাদী, পেনশন ও উৎসাহ বোনাস) গ্রহণ করা হয়েছে। উৎসাহ বোনাস প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং পেনশনের বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া বাস্থবকে আত্মীকৃত ০৩ (তিন) জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পেনশন ও গ্রাচুইটি প্রদানের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

২.৭) দারিদ্র বিমোচনে বাস্থবকের ভূমিকা:

ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত,সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০) প্রণয়ন, রূপকল্প-২০২১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (২০১৫-৩০) নির্ধারণ করেছে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে প্রেক্ষিত সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২০ সালের মধ্যে ১৮.৬% এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ২০৩০ সালের মধ্যে ৯.৭% নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

ক) বেনাপোল, সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ, বুড়িমারী এবং ভোমরা, তামাবিল ও সোনাহাট স্থলবন্দরে বেসরকারিভাবে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বন্দর এলাকার প্রায় ১০ (দশ) হাজার শ্রমিক পণ্য উঠা-নামার কাজে সম্পৃক্ত আছেন। এতে স্থানীয় হতদরিদ্র স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠী ও দরিদ্র শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

খ) বেনাপোল, আখাউড়া, বুড়িমারী, ভোমরা, তামাবিল ও সোনাহাট স্থলবন্দরে ক্লিনিং ও সুইপিং ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় দরিদ্র ও বেকার জনগোষ্ঠীর কিয়দংশের কর্মসংস্থানের পথ সুগম হয়েছে।

গ) দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠার ফলে সে সকল অঞ্চলে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত পেশাজীবীর লোকজনের সমাগম ঘটে। এতে ঐ সকল অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের ধারাবাহিকতায় পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে নিম্ন আয় ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়ের পথ উন্মুক্ত হয়েছে।

২.৯) ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্থবকের জমি অধিগ্রহণের পরিসংখ্যান:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর আওতাধীন স্থলবন্দরসমূহের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে প্রতিবেদনাধীন বছরে (২০১৮-১৯) ভোমরা স্থলবন্দর, সাতক্ষীরা সম্প্রসাণের জন্য ৯.৮৩৫০ একর, বিলোনিয়া স্থলবন্দর, ফেনী প্রতিষ্ঠার জন্য ১০.০০ একর, শেওলা স্থলবন্দর, সিলেট প্রতিষ্ঠার জন্য ২২.০২ একর, গোবরাকুড়া-কড়ইতলী, ময়মনসিংহ প্রতিষ্ঠার জন্য ১৬.৪১ ও ১৪.৭৩ একর, ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর, জামালপুর প্রতিষ্ঠার জন্য ১৫.৮০ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া বাল্লা স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠার জন্য ১৩.০০ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে তবে জেলা প্রশাসন কর্তৃক জমির দখল এখনও বুঝে দেয়া হয়নি। তাছাড়া বেনাপোল স্থলবন্দর, যশোর সম্প্রসারণের জন্য ১৬.৪১৫ একর, রামগড় স্থলবন্দর, খাগড়াছড়ি প্রতিষ্ঠার জন্য ১০.০০ একর, আখাউড়া স্থলবন্দরে প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ০.৮৩ একর বুড়িমারী স্থলবন্দর সম্প্রসারণ ও প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবন নির্মাণের জন্য ২৬.৯১ একর, সোনাহাট স্থলবন্দরের প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবন নির্মাণের জন্য ১.০০ একর এবং ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর, সিলেট প্রতিষ্ঠার জন্য ১৬.৪০ একর জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। হিলি স্থলবন্দর সম্প্রসারণের জন্য ৬.২৬ একর, সোনামসজিদ স্থলবন্দর সম্প্রসারণের জন্য ১৮.৩৬ একর এবং বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর, পঞ্চগড় সম্প্রসারণের জন্য ২০.০০ একর জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবনা রয়েছে যা অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াধীন আছে।

২.১০) মাসিক সমন্বয় সভা:

বিগত ২৪/০৬/২০১৯ খ্রি: তারিখে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে ই-ফাইলিং কার্যক্রম, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উৎসাহ বোনাস প্রদান, পেনশন, গ্রাচুইটি, অডিট আপত্তি,বৈদেশিক প্রশিক্ষণে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন ও বেনাপোল স্থলবন্দরের জন্য জমি অধিগ্রহণ এবং ভোমরা বন্দরের দুটি ওজন স্কেলকে ইন্টারলিংকরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনাশেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্থবকের মাসিক সমন্বয় সভা

২.১১) মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী এর আগমন:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এম.পি মহোদয় বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর প্রধান কার্যালয়ের অফিস পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ) এর চেয়ারম্যান জনাব তপন কুমার চক্রবর্তী মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর প্রধান কার্যালয়ে মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী এর আগমন

৩.০) বন্দর পরিচিতি:

প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে উন্নত ও সহজতর করার লক্ষ্যে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও বন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ কর্তৃপক্ষের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ ২৪টি শুল্ক স্টেশনকে সরকার কর্তৃক স্থলবন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ১২ টি শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর হিসেবে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। তম্মধ্যে ৭টি স্থলবন্দর যথা- বেনাপোল, বুড়িমারী, আখাউড়া, ভোমরা, নাকুগাঁও, তামাবিল এবং সোনাহাট বাস্তবকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। বিরল স্থলবন্দর ব্যতীত অপর ০৫টি স্থলবন্দর যথা- বাংলাবান্ধা, সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ ও বিবিরবাজার স্থলবন্দরের আবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য BOT (Build, Operate Transfer) ভিত্তিতে পোর্ট অপারেটর নিয়োগ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১২টি স্থলবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান ও চালুর অপেক্ষাধীন রয়েছে।

২৪টি স্থলবন্দরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

ক) চালুকৃত বন্দরসমূহ:

ক্র.নং	স্থলবন্দরের নাম	বাংলাদেশ অংশের নাম	ভারত/মায়ানমার অংশের নাম	ব্যবস্থাপনা
১	বেনাপোল স্থলবন্দর	বেনাপোল,শার্শা, যশোর	পেট্রাপোল, বঁনগাও, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
২	বুড়িমারী স্থলবন্দর	পাটগ্রাম, লালমনিরহাট	চেংড়াবান্ধা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
৩	আখাউড়া স্থলবন্দর	আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	রামনগর,আগরতলা, ত্রিপুরা, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
৪	ভোমরা স্থলবন্দর	ভোমরা, সাতক্ষীরা	গোজাডাঙ্গা, চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
৫	নাকুগাঁও স্থলবন্দর	নালিতাবাড়ী, শেরপুর	ডালু, মেঘালয়, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
৬	তামাবিল স্থলবন্দর	গোয়াইনঘাট, সিলেট	ডাউকি, শিলং, মেঘালয়, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
৭	সোনাহাট স্থলবন্দর	ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম	সোনাহাট, ধুবরী,আসাম, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
৮	সোনামসজিদ স্থলবন্দর	শিবগঞ্জ,চাঁপাইনবাবগঞ্জ	মহাদীপুর,মালদহ,পশ্চিমবঙ্গ,ভারত	BOT
৯	হিলি স্থলবন্দর	হাকিমপুর, দিনাজপুর	হিলি,দঃদিনাজপুর,পশ্চিমবঙ্গ,ভারত	BOT
১০	বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর	তেতুলিয়া, পঞ্চগড়	ফুলবাড়ি,জলপাইগুড়ি,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	BOT
১১	টেকনাফ স্থলবন্দর	টেকনাফ, কক্সবাজার	মংডু, সিটুওয়ে, মায়ানমার	BOT
১২	বিবিরবাজার স্থলবন্দর	বিবিরবাজার, কুমিল্লা	শ্রীমান্তপুর,সোনামুড়া, ত্রিপুরা, ভারত	BOT

খ) উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান/প্রক্রিয়াধীন বন্দরসমূহ:

ক্র. নং	স্থলবন্দরের নাম	বাংলাদেশ অংশের নাম	ভারত/মায়ানমার অংশের নাম	মন্তব্য
১	বিরল স্থলবন্দর	বিরল, দিনাজপুর	রাধিকাপুর,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	সীমান্তে সংযোগ সড়ক না থাকায় বন্দরে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না।
২	দর্শনা স্থলবন্দর	দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা	গেদে,কৃষ্ণনগর,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	সীমান্তে সংযোগ সড়ক না থাকায় বন্দরে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না।
৩	বিলোনিয়া স্থলবন্দর	বিলোনিয়া, ফেনী	বিলোনিয়া, ত্রিপুরা, ভারত	বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৪	গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী	হালুয়াঘাট, ময়মসিংহ	গাছুয়াপাড়া, মেঘালয়, ভারত	বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৫	রামগড় স্থলবন্দর	রামগড়, খাগড়াছড়ি	সাবরুম, ত্রিপুরা, ভারত	বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৬	তেগামুখ স্থলবন্দর	বরকল, রাঙ্গামাটি	দেমাগ্রী/কাউয়াপুচিয়া,মিজোরাম, ভারত	বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৭	চিলাহাটী স্থলবন্দর	ডোমার, নীলফামারী	হলদীবাড়ী,কুচবিহার,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	শুল্ক স্টেশন চালু না থাকায় বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে শুল্ক স্টেশন চালু করার বিষয়ে কূটনৈতিক যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।
৮	দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দর	জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা	মাঝদিয়া,নদীয়া,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	শুল্ক স্টেশন চালু না থাকায় বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে শুল্ক স্টেশন চালু করার বিষয়ে কূটনৈতিক যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।
৯	ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর	বক্সীগঞ্জ, জামালপুর	মহেন্দ্রগঞ্জ,আমপতি,মেঘালয়, ভারত	বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
১০	শেওলা স্থলবন্দর	বিয়ানীবাজার, সিলেট	সুতারকান্দি, করিমগঞ্জ, আসাম	বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
১১	বাল্লা স্থলবন্দর	চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ	পাহাড়মুরা, খৈয়াই, ত্রিপুরা	বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
১২	ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর	কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট	ভোলাগঞ্জ, চেরাপুঞ্জি, মেঘালয়	বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ।

স্থলবন্দরসমূহের মানচিত্রে অবস্থান পরিচিতি :

৩.১) স্থলবন্দর উন্নয়ন ও পরিচালনা সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন চালুকৃত স্থলবন্দরসমূহের উন্নয়ন ও পরিচালনায় গতিশীলতা আনয়নের নিমিত্ত উপদেষ্টা কমিটি রয়েছে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কমিটির সভাপতি এবং বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সদস্য-সচিব। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি মহোদয়ের সভাপতিত্বে কমিটি কর্তৃক গত ২৪ সেপ্টেম্বর,২০১৯ তারিখ বেনাপোল স্থলবন্দরে ১০ম সভা ও ভোমরা স্থলবন্দরে ৫ম সভা এবং ১৮ জানুয়ারি,২০২০ তারিখ বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরে ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপদেষ্টা কমিটির সভাসমূহে বন্দর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও সেবা কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দর ব্যবহারকারী ও অংশীজনের সাথে মতামত গ্রহণপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

উপদেষ্টা কমিটির সভা

৩.২) Subgroup on Infrastructure of ICP/LCS:

গত ১৯ ডিসেম্বর,২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এর নেতৃত্বে Subgroup on Infrastructure of ICP/LCS বিষয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে স্থাপিত Integrated Check Post (ICP/ Land Customs Station (LCS) এর মাধ্যমে পরিচালিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে অবকাঠামো উন্নয়নে পারস্পারিক সহযোগিতা করা এ কমিটির অন্যতম লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে কমিটির ২য় সভা গত ১৮-২০ জুলাই, ২০১৯ তারিখে ভারতের শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর ও অংশীজনের সাথে মতামত গ্রহণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

৩.৩) বাংলাদেশ-ভারত বন্দর পর্যায় সমন্বয় সভা:

বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্যা ও যাত্রী গমনাগমনের বিষয়ে অসুবিধা নিরসনে বন্দর পর্যায়ের প্রতিনিধির নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে এ কমিটি ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে গত ০৫ জানুয়ারি,২০২০ তারিখ ও ০৬ জুন,২০২০ তারিখ বেনাপোল (বাংলাদেশ) -পেট্রাপোল (ভারত) এর মধ্যে এবং গত ২৯ জুলাই,২০১৯ তারিখ ও ১৭ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখ আখাউড়া (বাংলাদেশ) -আগরতলা (ভারত) এর মধ্যে সমন্বয় সভা করেন। সমন্বয় সভার মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে বন্দর পর্যায়ে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করা হয়।

বন্দর পর্যায় সমন্বয় সভা (বেনাপোল স্থলবন্দর) ও (আখাউড়া স্থলবন্দর)

৩.৪) বন্দরসমূহের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানিযোগ্য পণ্যের (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর এসআরও অনুযায়ী) বিবরণ :

ক্র. নং	স্থলবন্দরের নাম	আমদানিযোগ্য পণ্য	রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১	বেনাপোল স্থলবন্দর	সূতা (কাস্টম্স বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্ত শতভাগ রপ্তানিমুখী নীট পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ড লাইসেন্সের আওতায় আমদানীয় সূতা ব্যতীত) ও গুড়া দুধ ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিতব্য মালামাল।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
২	বুড়িমারী স্থলবন্দর	ক) ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ-এর নোটিফিকেশন নং ৩৪৬/ডি/কাস/৭৭, তারিখ: ২৪/০৫/১৯৭৭ এ বর্ণিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে নেপাল ও ভূটানে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত সকল পণ্য (সূতা ও আলু ব্যতীত); খ) ডুপ্লেক্স বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট, ক্রাফট পেপার, সিগারেট পেপারসহ সকল প্রকার পেপার ও পেপার বোর্ড, গুড়া দুধ, টোব্যাকো (প্রতিষ্ঠিত মূসক নিবন্ধিত বিড়ি উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল হিসাবে আমদানীয় তামাক ডাঁটা ব্যতীত) রেডিও টিভি পার্টস, সাইকেল পার্টস, ফরমিকা শীট, সিরামিক ওয়্যার, স্যানিটারী ওয়্যার, স্টেইনলেস স্টীল ওয়্যার, মার্বেল স্লাব এন্ড টাইলস, মিক্সড ফেব্রিক্স ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানি পণ্য।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
৩	আখাউড়া স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, চাল, গম, পাথর (stones & bolders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, শুটকীমাছ, সাতকড়া, আগরবাতি, জিরা, রাবার (Raw) মেইজ, stones & bolders , সয়াবিন বীজ, Bamboo products, Arjun Flower (Broom), পান, CNG, Spare parts।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।

ক্র. নং	স্থলবন্দরের নাম	আমদানিযোগ্য পণ্য	রপ্তানিযোগ্য পণ্য
৪	ভোমরা স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছ-গাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders), কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, ব্যবহার্য কাঁচাতুলা, চাল, মশুর ডাল, কোয়ার্টজ, তাজা ফুল, খৈল, গমের ভুষি, ভুট্টা, চাউলের কুড়া, সয়াবিন কেক, শুটকী মাছ (প্যাকেটজাত ব্যতীত), হলুদ, জীবন্ত মাছ, হিমায়িত মাছ, পান, মেথি (FENUGREE SEEDS), মাছ, চিনি, মসলা, জিরা, মোটর পার্টস, স্টেইনলেস স্টীল ওয়্যার, রেডিও টিভি পার্টস, মার্বেল স্লাব, তামাক ডাটা (প্রতিষ্ঠিত মূসক নিবন্ধিত বিড়ি উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল হিসাবে আমদানীয়), শুকনা তেতুঁল, ফিটকিরী, Aluminium এর Tableware, Kitchenware, Fish feed, আগরবাতি, জুতার Sole, শুকনা কুল, Adhesive, Fly ash, তাজা ও শুকনা ফলমূল, সকল প্রকার তাজা সবজি, শুকনা মরিচ, কাঁচা মরিচ, ধনে, সকল প্রকার খৈল, ফায়ার ক্লে, থান ক্লে, সেন্ড স্টোন, মার্বেল চিপস্, ডলোমাইট, ক্লোগোফাইট, ট্যালক,পটাশ, ফেলসপার, গ্রানুলেটেড	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
৫	নাকুগাঁও স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders), কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
৬	তামাবিল স্থলবন্দর	মাছ, সূতা, গুঁড়া দুধ, চিনি ও আলু (HS Code 0701.90.19 ও 0701.90.29)ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিতব্য মালামাল, গবাদিপশু।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
৭	দর্শনা স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, চাল, ভূষি, ভূট্টা, বিভিন্ন প্রকার খৈল, পোল্ট্রি ফিড, ফ্লাই অ্যাশ, রেলওয়ে স্লিপার, বিল্ডিং স্টোন, রোড স্টোন, স্যান্ড স্টোন, বিভিন্ন প্রকার ক্লে, গ্রানুলেটেড স্লাগ, জিপসাম, স্পঞ্জ, আয়রন, পিগ আয়রন, ক্লিংকার, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
৮	বিলোনিয়া স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
৯	গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, ফুল ঝাড়ু, ডাব, হরুদ, কাজুবাদাম, তেঁতুল, তিল, সরিষা ভূষি, চাউলের কুড়া।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১০	রামগড় স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
১১	সোনাহাট স্থলবন্দর	পাথর, কয়লা, তাজা ফল, ভূট্টা, গম, চাল, ডাল,রসুন, আদা, পিঁয়াজ। পাথর, কয়লা, তাজা ফল, ভূট্টা, গম, চাল, ডাল,রসুন, আদা, পেঁয়াজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১২	তেগামুখ স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য

ক্র. নং	স্থলবন্দরের নাম	আমদানিযোগ্য পণ্য	রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৩	চিলাহাটী স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৪	দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৫	ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, কাঁচা সুপারি, চাল, শুঁটকি মাছ, তেতুঁল, বাঁশ, পান, মসুর ডাল,ভূট্টা, গমের ভূষি, তেজপাতা, হলুদ, গোলমরিচ, টমেটো, শূকনা কুল, জিরা।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৬	শেওলা স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ এবং তাজাফুল, মোটরসাইকেলের যন্ত্রাংশে (টায়ার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ) এবং গার্মেন্টস সামগ্রী, ওয়েল্ডিং রড ও শুটকি মাছ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৭	বাল্লা স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৮	সোনামসজিদ স্থলবন্দর	ডুপ্লেক্স বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট, ক্রাফট পেপার, সিগারেট পেপারসহ সকল প্রকার পেপার ও পেপার বোর্ড, সূতা, গুঁড়া দুধ, জুস, টোব্যাকো (প্রতিষ্ঠিত মূসক নিবন্ধিত বিড়ি উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল হিসাবে আমদানীয় তামাক ডাঁটা ব্যতীত) অন্যান্য সকল প্রকার আমদানি পণ্য।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৯	হিলি স্থলবন্দর	ডুপ্লেক্স বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট, ক্রাফট পেপার, সিগারেট পেপারসহ সকল প্রকার পেপার ও পেপার বোর্ড, সূতা, গুঁড়া দুধ, জুস, টোব্যাকো (প্রতিষ্ঠিত মূসক নিবন্ধিত বিড়ি উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল হিসাবে আমদানীয় তামাক ডাঁটা ব্যতীত) অন্যান্য সকল প্রকার আমদানি পণ্য।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
২০	বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর	ক) ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ-এর নোটিফিকেশন নং ৩৪৬/ডি/কাস/৭৭, তারিখ: ২৪/০৫/১৯৭৭ এ বর্ণিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে নেপাল ও ভূটানে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত সকল পণ্য (সূতা ও আলু ব্যতীত)। খ) ভারত থেকে ডুপ্লেক্স বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট, ক্রাফট পেপার, সিগারেট পেপারসহ সকল প্রকার পেপার ও পেপার বোর্ড,মাছ, সূতা আলু (HS Code 0701.90.19 ও 0701.90.29), গুঁড়া দুধ, জুস, টোব্যাকো (প্রতিষ্ঠিত মূসক নিবন্ধিত বিড়ি উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল হিসাবে আমদানীয় তামাক ডাঁটা ব্যতীত), রেডিও-টিভি পার্টস, সাইকেল পার্টস, মোটর পার্টস, ফরমিকা শীট, সিরামিক ওয়্যার, স্যানিটারী ওয়্যার, স্টেইনলেস স্টীলওয়্যার, মার্বেল স্ল্যাব এন্ড টাইলস, মিক্সড ফেব্রিক্স ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিতব্য মালামাল/ পণ্য।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
২১	টেকনাফ স্থলবন্দর	মাছ, সুতা, গুড়া দুধ, চিনি ও আলু (HS Code 0701.9019 ও 0701.90.29) ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিতব্য মালামাল। সূতা, গুড়া দুধ, চিনি ও আলু (HS Code 0701.90.19 ও	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।

ক্র. নং	স্থলবন্দরের নাম	আমদানিযোগ্য পণ্য	রপ্তানিযোগ্য পণ্য
		0701.90.29)ব্যতীত সকল প্রকার আমদানিতব্য পণ্য।	
২২	বিবির বাজার স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, চাল, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, পান, CNG spare Parts	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
২৩	বিরল স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, Soyabean Extract, Rape Seed Extract,Maize, DORB (Dry oil Rice Bran), চাল ও ডিজেল)।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
২৪	ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর	ক) গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stones and boulders), কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ,মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।

৩.৫) বিগত ৫(পাঁচ) বছরের পণ্য হ্যান্ডলিং (ম্যানুয়াল/ইক্যুইপমেন্ট/ট্রান্সশিপমেন্ট) এর পরিমাণ নিম্নরুপ: (মে.টন)

অর্থ বছর	বেনাপোল	ভোমরা	বুড়িমারী	নাকুগাঁও	তামাবিল	সোনাহাট
২০১৫-১৬	২১৮২৭৫৪	১৮০৪৫৫৭	২৬২৯৫০৭	৫০০০০	-	-
২০১৬-১৭	২৪৫০৬২৫	২২৩৯০৭৩	৪৩৬৩৩৮৭	৫৬০৩০	-	-
২০১৭-১৮	২৬১৪৭২৬	২৬২৮৭৯৫	৬৯৭৮৯৭৯	৭০৬৫	৭৮১০৯৩	
২০১৮-১৯	২৯১২৩৪৩	২২৮৬৯৮২	৯০০০৫৯৪	৬৫৪৩৬	১৮৫৩৯৪৪	৪৮২৭৬৭
২০১৯-২০	৩২১২৮২৭	২৩৩০৬৩৬	৭৩৫৬৬০৩	৯৫১৯৬	১৪৭৮৬৩৪	৪১৩৩১৬

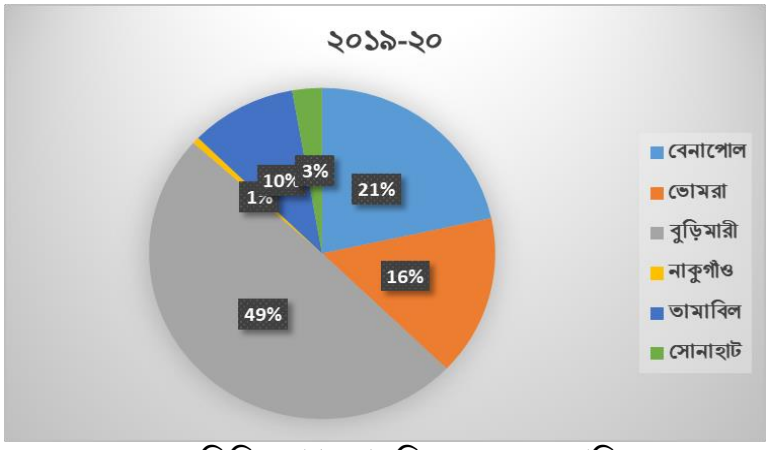

বন্দর ভিত্তিক পণ্য হ্যান্ডলিং (%)এর লেখচিত্র

৩.৬) বিগত ৫(পাঁচ) বছরে বন্দর ভিত্তিক আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য: (মে.টন/ট্রাক)

ক্র. নং	স্থলবন্দরের নাম		২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
১.	বেনাপোল	আমদানি	১২,৮৮,৯৩৮	১৩,৯৩,৩২৯	১৯,৮৮,৩৫৭	২১,৮১,১২৩	২০,৩৮,০৬৪
		রপ্তানি	৪,৭৫,৭৩৯	৩,২৫,৩৮১	৩,৫২,৯৬৩	৪,০১,১৭৭	৩,১৬,৯৫০
২.	বুড়িমারী	আমদানি	৫,৯৭,৩০১	৪৩,৯২,৯০৭	৭০৪৮,৮৩৮	৮২,২৩,৪০০	৩২,৮৪,৪৭৬
		রপ্তানি	-	৮৭০৪ ট্রাক	১১৩৩৩ট্রাক	১৩,৮০৬ট্রাক	১১,০৪৮ ট্রাক
৩.	ভোমরা	আমদানি	১৮,১৬,৯৩০	২২,৫৪,৭৬৪	৪৬৫৬,৪১৫	২২০১৫৫৭	২৫,১৬,০৭০

ক্র. নং	স্থলবন্দরের নাম		২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
		রপ্তানি	৯১,১০৯	১,২৭,৪৩০	১১৯৫১০	৩১১৭৭১	২,০৬,৩২৮
৪.	সোনাহাট	আমদানি	-	-	-	১৩৫৫৩৭	২,০৪,০২১
		রপ্তানি	-	-	-	১৬৩	৫,৭৮৬
৫.	তামাবিল	আমদানি	-	-	৭৮২৪৬৪	১৮৫৬৩৯৭	১৪,৮০,২১২
		রপ্তানি	-	-	১৬৯৯	১১৬৩	৯৩৬
৬.	নাকুগাঁও	আমদানি	৪২,৮৪১	১,২৩,২৮২	৯৩৬৯	৬৫৫২৪	৮৫,০৩৫
		রপ্তানি	-	৩৩ট্রাক	৭৯৫	১৩৪০	৬২০
৭.	আখাউড়া	আমদানি	১১	০২	৬০	৯৯	৬৭
		রপ্তানি	৫,৬৮,৪৮০	২,১৪,৭৫৫	২০১৫৮০	২০৯৯৬২	১,৪১,৮৮১
৮.	বাংলাবান্ধা	আমদানি	৯,৩৫,৪৮৬	৬,০০,৬৫৬	১২,০৭,৩২৩	১৭৯৬৮৬৯	১১,৮৬,০৫৮
		রপ্তানি	৩১,১২৮	৭,০৫১	৬৯,২০৫	৪২,৬৩২	১,১৩,৩৯০
৯.	বিবিরবাজার	আমদানি	২৩১	৪৫৫	৩১৭	৪৭৯	৩৫৪
		রপ্তানি	১,০৮,৯১৫	১,৩৫,৩২০	১,৫৮,৩৩২	১,৭০,৪৫৮	১,৩৩,৮৭০
১০.	সোনামসজিদ	আমদানি	১৬,৮৮,৫৭২	২৭,৬৩,৪০৮	২৬,৭২,৫১৯	২৩৭৭৬০৩	১৩,০৯,৪৬৩
		রপ্তানি		১৫,২৪৮	১২,২১৯	১৫৪২৭	১২,৮৪৬
১১.	হিলি	আমদানি	৮,৪১,৮৭৭	২৪,৩৬,৫৮৫	১৬,৪৪,১৪৯	১৩,৭৮,৮০৬	১৮,০৬,৩০৩
		রপ্তানি	৬,১৩৫	৪,৫৩৭	১৬,৪১৫	৩৭৪২২	২২,০৪৯
১২.	টেকনাফ	আমদানি	৭০,৬৯৭	৭২,১৭৭	১৫৯৮৫৩	১০৩৬৮৩	১,৯৮,৩৪৫
		রপ্তানি	৫,৯৬৭	৩,১৮২	২৭২৫	৫৫৬৪	৪,১০৮
মোট		আমদানি	৭২৮২৮৮৪	১৪০৩৭৫৬৫	২০১৬৯৬৬৪	২০৩২৭০৭৭	১৪,১০৮,৪৬৮
		রপ্তানি	১২৮৭৪৭৩	৮৩২৯০৪	৯৩৫৪৪২	১১৯৭০৭৯	৯,৫৮,৭৬৪

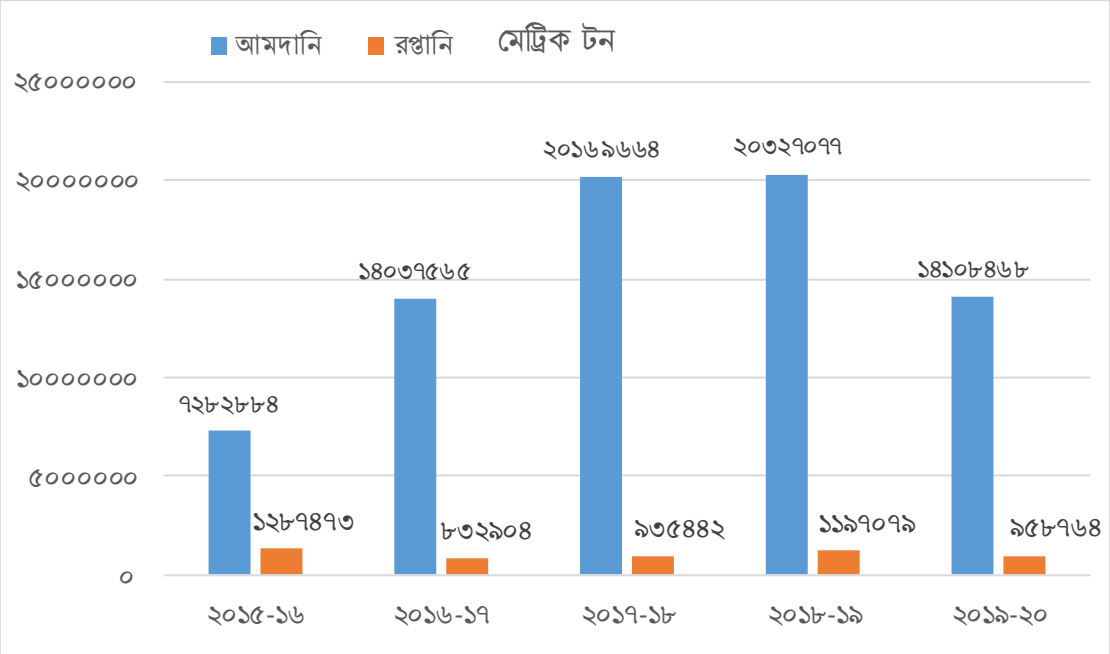

বিগত ৫(পাঁচ) বছরে বাস্থবকের মোট আমদানি-রপ্তানির লেখচিত্র

৩.৭) আন্তর্জাতিক যাত্রীসেবা:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ একটি সেবা প্রদানকারী সংস্থা। প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করাই এর লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে বন্দর এলাকায় ব্যবসায়ী, ভ্রমণকারী, চিকিৎসা ও সেবা প্রত্যাশী যাত্রীগণসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে সেবা প্রদান করা হয়। বিদ্যমান চালুকৃত ১২ টি বন্দরসমূহের মধ্যে সোনাহাট ব্যতিত সকল স্থলবন্দরে যাত্রী গমনাগমনের জন্য ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা রয়েছে। এ সকল বন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে পাসপোর্টধারী যাত্রীগণ ভারত ও মায়ানমারে গমনাগমন করে থাকে। যাত্রীসেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বেনাপোল স্থলবন্দরে একটি আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টর্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে। বাস্থবকের অধীনে বেনাপোলসহ বুড়িমারী, নাকুগাঁও, বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরে যাত্রীদের বসার ব্যবস্থা, বিশ্রামাগার, উন্নত টয়লেট ও বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে। এ সকল সেবা প্রদানের বিনিময়ে যাত্রীগণের নিকট হতে নির্ধারিত ফি গ্রহণ করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৪টি বন্দরের মাধ্যমে যাত্রী গমনের গড় নিম্নরুপ:

ক্রঃ নং	বন্দরের নাম	যাত্রী সংখ্যার গড় (মাসিক)
১	বেনাপোল স্থলবন্দর	৭৭,৮৯০ জন
২	বুড়িমারী স্থলবন্দর	৭,৩৬৭ জন
৩	নাকুগাঁও স্থলবন্দর	২৫২ জন
৪	বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর	৬৫৪৮ জন

আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল, বেনাপোল স্থলবন্দর

৪.০) অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ :

প্রতিবেশী দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন স্থলবন্দর উন্নয়ন ও সম্প্রসাণের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে মোট ০৭(সাত)টি উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এসব প্রকল্পের বিপরীতে মোট ১১৬.২০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল।বরাদ্দের বিপরীতে খরচ ছিল ৭৪.৪৬ কোটি টাকা।

৪.১) চলমান উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কার্যক্রমসমুহ:

- ৪৮.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘‘বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়ন’’ শীর্ষক প্রকল্প ;
- বিশ্ব ব্যাংক ও সরকারের আর্থিক সহায়তায় ৬৯৩.০০ কোটি টাকার ‘‘Bangladesh Regional Connectivity Project-1 Development of Sheola, Bhomra, Ramgarh land ports and up-gradation of security system of Benapole land port" শীর্ষক প্রকল্প;
- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য ৩৪.৫০ কোটি টাকার প্রকল্প;

- ৩৭৪০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে "বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প;
- ৬৭.২২ কোটি টাকা ব্যয়ে গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর উন্নয়ন;
- ৫৯.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন;
- ২৮৯.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গো ভেহিকেল টার্মিনাল নির্মাণ।

৪.২) বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চলমান প্রকল্পের বিবরণ:

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সময়কাল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১.	ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন	৫৯৩০.০০	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত	প্রধান প্রধান কাজঃ জমি অধিগ্রহণ, ওয়্যারহাউজ, ওপেন ইয়ার্ড, পার্কিং ইয়ার্ড, ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, ড্রেন, রাস্তা, অফিস, ব্যারাক ও ডরমিটরী নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ
২.	গোবরাকুড়া স্থলবন্দর উন্নয়ন	৬৭২২.৬২	জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর' ২০২০	প্রধান প্রধান কাজঃ জমি অধিগ্রহণ, ওয়্যারহাউজ, ওপেন ইয়ার্ড, পার্কিং ইয়ার্ড, ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, ড্রেন, রাস্তা, অফিস, ব্যারাক ও ডরমিটরী নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ
৩.	বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন	৩৮৬৮.৩৪	জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত	প্রধান প্রধান কাজঃ জমি অধিগ্রহণ, ওয়্যারহাউজ, ওপেন ইয়ার্ড, পার্কিং ইয়ার্ড, ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, ড্রেন, রাস্তা, অফিস, ব্যারাক ও ডরমিটরী নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ
৪.	বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়ন	৪৮৯০.৪৯	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত	প্রধান প্রধান কাজঃ জমি অধিগ্রহণ, ওয়্যারহাউজ, ওপেন ইয়ার্ড, পার্কিং ইয়ার্ড, ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, ড্রেন, রাস্তা, অফিস, ব্যারাক ও ডরমিটরী নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ
৫.	ঢাকা শের-ই-বাংলা নগরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ	৩৪৫০.০০	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত	ভবন নির্মাণ
৬	Bangladesh Regional connectivity project-1: Development of Sheola, Bhomra, Ramgarh Land port & Up-	৬৯৩০০.১৩	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১	প্রধান প্রধান কাজঃশেওলা, ভোমরা এবং রামগড় স্থলবন্দরে জমি অধিগ্রহণ, ওয়্যারহাউজ, ওপেন ইয়ার্ড, পার্কিং ইয়ার্ড, ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, ড্রেন, রাস্তা, অফিস, ব্যারাক ও ডরমিটরী নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ। এছাড়া বেনাপোল স্থলবন্দরে সিকুউরিটি সিস্টেম এর উন্নয়ন কাজ।

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সময়কাল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
	gradation of Security System of Benapole Land port			
৭.	বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ	২৮৯৬৮.১৫	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত	প্রধান প্রধান কাজঃ জমি অধিগ্রহণ, ওয়্যারহাউজ, ওপেন ইয়ার্ড, পার্কিং ইয়ার্ড, ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, ড্রেন, রাস্তা, অফিস, ব্যারাক ও ডরমিটরী নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ

গোবড়া-কুড়া স্থলবন্দর শীর্ষক প্রকল্পের চলমান কাজের চিত্র

৪.৩ ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহ :

- প্রায় ২,০০০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বেনাপোল ও বুড়িমারী স্থলবন্দর সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ;
- প্রায় ১৫০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে আখাউড়া স্থলবন্দর সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ;
- প্রায় ২০০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে দর্শনা স্থলবন্দরে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রায় ২০০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন ঘোষিত ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর উন্নয়ন।

৫.০) বিগত ০৫(পাঁচ) বছরের বন্দরভিত্তিক আয়ের উপাত্ত নিম্নে সারণিতে দেয়া হ'ল:

(লক্ষ টাকায়)

স্থলবন্দরের নাম	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
প্রধান কার্যালয়	১১২৩.১৯	১১০৫.২৫	১০৫৬.৫৮	১৫৪৯.০০	২১০০.০০
বেনাপোল	৩৪০৬.৭৪	৪৩৯৬.৫৭	৪৮৭২.৭২	৮২৩৬.৬৮	৮৩৭৭.৫৯
বুড়িমারী	১৬০২.০৬	২৭৫১.৩২	৪৬২৪.১৯	৫৭২৯.৬৩	৪৭৬৪.৩৮
আখাউড়া	২৪.৫০	৬.৩৬	৪.৮৫	১৯.৭৩	২৯.৭১
টেকনাফ	২১৪.২৬	২৬০.৪২	৪৭৪.৭০	৩৬৮.৪২	৫৩৪.১৬
সোনামসজিদ	২৯২.৬৪	৩৮২.২৯	৩৮২.৬৫	৩৪০.৪৫	২৩৮.৪৫
হিলি	২৪৪.১৩	৫৮৫.৮৪	৬০৭.৯২	৬৯১.৪৭	৭৭১.৫৯
বিবিরবাজার	০.৯৯	১.৯৪	১.৩২	১.৯৫	১.৬৮
বাংলাবান্ধা	২৫.৪৭	২৪.৪৭	৪৭.৪৯	৩১৫.০৪	২৩২.৬১
ভোমরা	১৩২৯.৩৭	১৬৮৭.১৯	২১০৪.০৭	১৮৭৩.৮৪	১৬৮৪.৬৬
নাকুগাঁও	৫৭.৫৬	৬৮.৫০	১১.০০	৬৮.৩২	৮৬.৪২
সোনাহাট				৩৭২.৫০	২৯৪.৮৩
তামাবিল			৬৪৬.০৯	১৫২৬.১৪	১২৪৫.৫৩
মোট=	৮৩২০.৯১	১১২৭০.১৫	১৪৮৩৩.৫৮	২১০৯৩.১৭	২০৩৬১.৬১

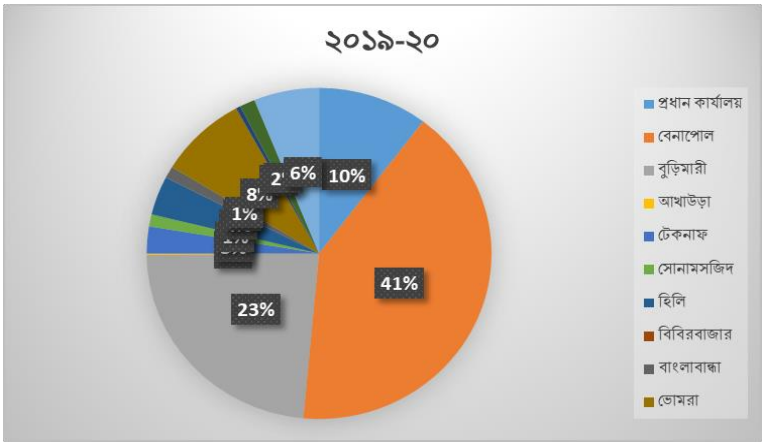

২০১৯-২০ অর্থবছরের বন্দরভিত্তিক আয়ের লেখচিত্র

৫.১) বিগত ৫(পাঁচ) বছরে বাস্থবকের মোট আয়ের পরিসংখ্যান: (লক্ষ টাকায়)

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
৮৩২০.৯১	১১২৭০.১৫	১৪৮৩৩.৫৮	২১০৯৩.১৭	২০৩৬১.৬১

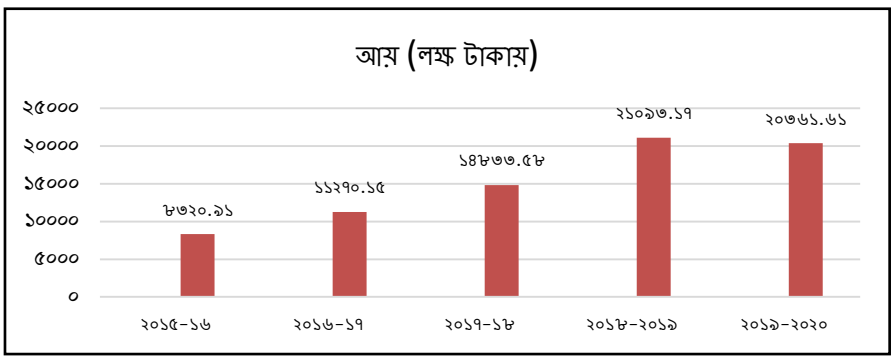

বিগত ৫(পাঁচ) বছরে বাস্থবকের মোট আয়ের লেখচিত্র

৫.৩) সরকারী কোষাগারে ভ্যাট আয়কর ও লভ্যাংশ বাবদ জমার বিবরণ ও লেখ চিত্র:

(লক্ষ টাকায়)

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
২০৪৪.৬৬	৩০৩৫.০০	৩১১৩.০০	৪৩৪৪.০৫	৪৫৩৫.০০

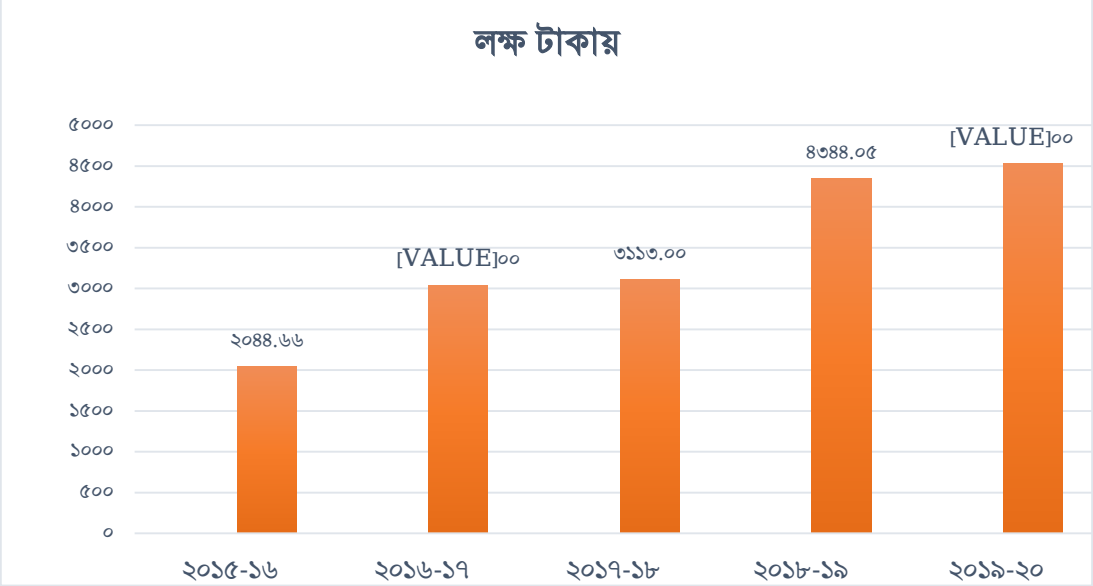

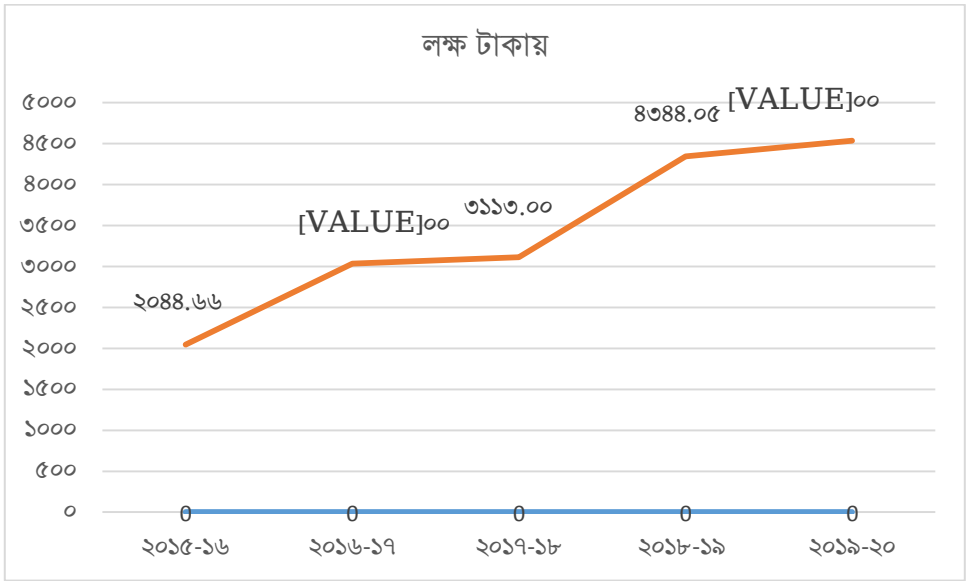

সরকারী কোষাগারে ভ্যাট আয়কর ও লভ্যাংশ বাবদ জমার বিবরণ এর লেখচিত্র

৫.৪) হিসাব সংক্রান্ত পলিসি:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ করা হয়:

ক) লেনদেনের রেকর্ড নগদ ভিত্তিতে সংরক্ষণ করা হয়। অতঃপর IAS, BAS, এবং GAAP অনুযায়ী আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। প্রত্যেক বন্দরের জন্য পৃথক হিসাব বহি রাখা হয় এবং বছর শেষে সমন্বিত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়।

খ) স্থায়ী সম্পত্তি: জমি ও জমির উন্নয়ন ছাড়া ক্রয়মূল্য থেকে পুঞ্জীভূত অবচয় বাদ দিয়ে সকল স্থায়ী সম্পদ প্রদর্শন করা যায়।

গ) আয়কর: ১৯৮০ সালের আয়কর অধ্যাদেশ সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি অনুযায়ী আয়কর নির্ণয়, উৎস কর্তন ও সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়।

ঘ) ভ্যাট: ১৯৯১ সালের ভ্যাট আইন অনুযায়ী ভ্যাট নির্ণয়, উৎস কর্তন ও সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়।

৬.০) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য : (কোটি টাকায়)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১.	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ	০২	.৪৭	০০	০৯টি	১.৭৩	৮৪	৪১.৮৮
সর্বমোট=		০২	.৪৭	০০	০৯টি	১.৭৩	৮৪	৪০.৬২

**২০১৯-২০ অর্থ বছরে পূর্বের বছরগুলোতে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৯১ টি এবং টাকার পরিমাণ ৪১,৮৮,৯১,১৬৯/- টাকা। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে নিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ০৯টি এবং নতুন প্রাপ্ত অডিট আপত্তির সংখ্যা ০২টি।

৬.১) হিসাব নিরীক্ষার অগ্রগতি:

২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অডিট ফার্ম নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৬.২) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অগ্রগতি:

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কর্মসূচীর আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরের নিম্নবর্ণিত বন্দরসমূহের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে:

১। বেনাপোল স্থলবন্দর
২। ভোমরা স্থলবন্দর
৩। নাকুগাঁও স্থলবন্দর
৪। বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর

৭.০) ফটোগ্যালারী

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এম পি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ স্থলবন্দর

জাতীয় শোক দিবস
উপলক্ষে
আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

গণশুনানী

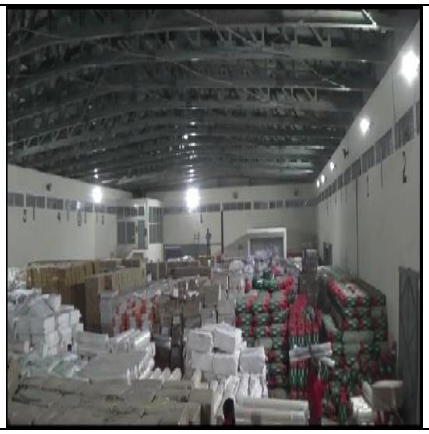

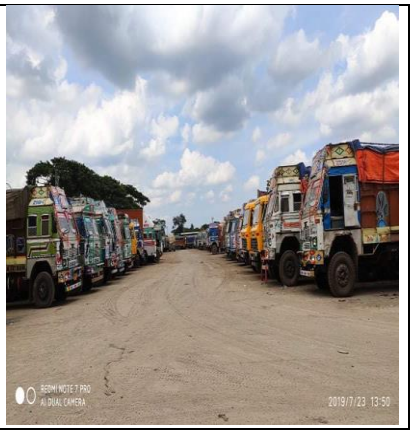

বেনাপোল স্থলবন্দর

বুড়িমারী স্থলবন্দর

ভোমরা স্থলবন্দর

তামাবিল স্থলবন্দর

নাকুগাও স্থলবন্দর

আখাউড়া স্থলবন্দর

সোনাহাট স্থলবন্দর

সোনামসজিদ স্থলবন্দর

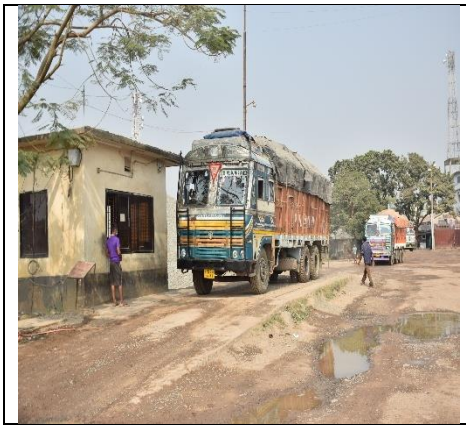

হিলি স্থলবন্দর

বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর

টেকনাফ স্থলবন্দর

বিবিরবাজার স্থলবন্দর